এসো
জান্নাতের
গল্প শুনি

এসো
জান্নাতের গল্প
শুনি

লেখকঃ
তানবীর হাসান বিন আব্দুর রফীক

সম্পাদনাঃ
প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

ভাষা সম্পাদনা
রাজিব হাসান

بسم الله الرحمن الرحيم

ছোট্ট বন্ধুরা, কেমন আছো?

আশা করি ভালো আছো। আজ তোমাদের জান্নাতের গল্প শুনাচ্ছি। তাহলে এসো জান্নাতের গল্প শুনি! জান্নাত মানে বাগান। আরবীতে বাগানকে জান্নাত বলা হয়। সেখানে তুমি যা চাইবে তাই পাবে। মনে আসার সাথে সাথে পাবে। তবে জান্নাত তাঁরাই পাবে যারা দুনিয়াতে ভালো কাজ করবে। ভালো কাজ কোনগুলো সেগুলো কীভাবে বুঝবে? মনমতো বুঝলে তো চলবে না। ভালো কাজ সেগুলোই যেগুলোকে তোমাকে আমাকে সকল মানুষকে যিনি বানিয়েছেন তিনি ভালো বলেছেন। তিনি কে বলো তো? তিনি হলেন আল্লাহ। তিনি আমাদের রব। তিনি শুধু তোমাকে আমাকে নয়, তিনি আকাশ, মাটি, পাহাড়, নদী, গাছ-পালা সবকিছু বানিয়েছেন। পুরো দুনিয়াটাই তিনি বানিয়েছেন।

ছোট্ট বন্ধু,

তুমি নিশ্চয়ই রুটি খেতে পছন্দ করো? আচ্ছা পছন্দ করো বা না করো, রুটি নিশ্চয়ই বানাতে দেখেছো, ভাজতে দেখেছো? কে করে? নিশ্চয়ই তোমার আম্মু। এই যে ছোট্ট রুটিটা তোমার প্লেটে চলে আসল, এটা কিন্তু এমনিতেই আসেনি। তোমার আম্মু পরিমাণমত আটা আর পানি চুলায় বসিয়ে কিছুটা নরম বানিয়ে নিয়েছে। এরপর সেটাকে দুই হাতে একটু চেপে গোল গোল করে নিয়েছে। এরপর সেটা বেলে, ভেজে তোমাকে খেতে দিয়েছে।

যদি প্রশ্ন করি, এই রুটিটা কে বানিয়েছে? তুমি বলবে, তোমার আম্মু। তাহলে বলো, এতো বড় আকাশ, বিছানার মতো মাটি, আকাশের ঐ যে চাঁদ, তারা, সূর্য কে বানিয়েছেন? পাহাড়, নদী, গাছ-পালা, ছোট্ট পিপড়া, মাছি, মৌমাছি কে বানিয়েছেন? ঐ বিড়ালটা, ঐ যে কুকুরটা কে বানিয়েছেন? এই যে তুমি আর আমি, আমাদেরকে কে বানিয়েছেন? আল্লাহ বানিয়েছেন।

তুমি পড়ার মাঝে ফাঁকি দিলে, এদিক-সেদিক তাকালে, পড়া ঠিকমতো দিতে না পারলে নিশ্চয়ই শিক্ষক তোমাকে অনেক কথা বলে? পড়া পারলে নিশ্চয়ই আদর করে? তাহলে বলো, এতো বড় দুনিয়ার মালিক যে আল্লাহ, যে আল্লাহ তোমাকে আমাকে বানিয়েছেন তাঁর কথা না মেনে চললে তিনি আমাদেরকে শাস্তি দিবেন কিনা? মেনে চললে কোনো পুরস্কার দিবেন কিনা? তিনি শাস্তি হিসেবে যা দিবেন তাকে বলে জাহান্নাম; সেখানে আগুন আর আগুন। তবে, আজকে জাহান্নামের গল্প করবো না। আল্লাহ্ চাহে তো আজকে গল্প করবো মহান আল্লাহ পুরস্কার হিসেবে যে জান্নাত দিবেন সে বিষয়ে।

ছোট্ট বন্ধু, আমরা এই দুনিয়ায় কীভাবে চলবো, কোনটাকে আল্লাহ ভালো কাজ বলেছেন আর কোনটাকে খারাপ কাজ বলেছেন সেটা কীভাবে জানবো? সেটা জানবো আল্লাহর বাণী থেকে। আল্লাহর বাণী হচ্ছে কুরআন। অনেক বাসায় দেখবে আমাদের দাদা-দাদী, নানা-নানীরা ফজর সলাতের পর কুরআন নিয়ে পড়তে বসে যায়। কুরআন সকলের জন্য, কিন্তু আব্বু-আম্মু বয়সীরা কেন জানি কুরআন নিয়ে বসে না, তাদেরও বসা দরকার। তোমাদেরও বসা দরকার। হ্যাঁ, অনেক বাসায় আবার সবাই বসে।

আল্লাহ এই কুরআন দুনিয়ারই একজন মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন। কুরআনের সব কথাগুলো কীভাবে মানবো তিনি আমাদের করে করে দেখিয়ে গিয়েছেন। তিনি হলেন মুহাম্মাদ, আমরা যখন এ নামটি বলি তখন সাথে সাথে বলি **'সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'**। এর মানে হলো, আল্লাহ তাঁর প্রশংসা করুন ও তাঁর ওপর শান্তি বর্ষণ করুন। তোমরা যখন নামটি বলবে তখন এ কথাটি অবশ্যই বলার চেষ্টা করবে।

মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমরা বলি আল্লাহর নবী ও রসূল। নবী দ্বারা বুঝায় সংবাদদাতা আর রসূল দ্বারা বুঝায় বার্তাবাহক। তাহলে আমরা বুঝলাম তিনি হলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদদাতা এবং তিনি আল্লাহর বার্তাবাহক। তাঁরও কিছু বাণী রয়েছে। সেগুলো তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকেই বলে গিয়েছেন, তাকে আমরা হাদীস বলি ।

আমরা এই কুরআন ও হাদীস; মানে আল্লাহর বাণী ও নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী থেকে জান্নাতের পরিচয় জানার চেষ্টা করবো এবং জান্নাতে যাওয়ার জন্য আমাদের কী কী কাজ করতে হবে তাও জানার চেষ্টা করবো, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন কেন বললাম? বললাম এজন্য যে, আল্লাহর ইচ্ছা না থাকলে আমরা কিছুই করতে পারবো না।

আল্লাহ জান্নাত সম্পর্কে বলেছেন,

"সেখানে তোমাদের মন যা চাইবে এবং যার আদেশ করবে তাই রয়েছে। এটি হলো ক্ষমাশীল দয়াবান আল্লাহর পক্ষ হতে মেহমানদারী।" [১]

কী চাও তুমি? চকলেট, চিপ্স, আইসক্রীম, নুডলস, সেমাই, মুরগীর আস্ত রান, পোলাও, বিরিয়ানী, দই, রসগোল্লা? কী খাবে? কী ফল খাবে? কলা, আপেল, আনার, আঙুর, খেজুর, কমলা, আম, কাঠাল, লিচু, পেপে, তাল, নারিকেল, ডাব, পেয়ারা, জলপই, বরই, তেতুল কোনটা রেখে কোনটা খাবে?

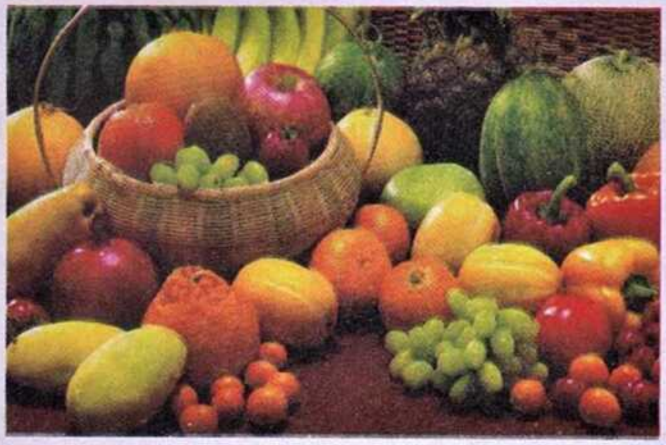

ধরো, তোমার শুধু মনে হলো যদি আইসক্রীম খেতে পারতাম, সাথে সাথে আইসক্রীম এসে পরবে। আবার ধরো, তুমি বিরিয়ানী আনতে বললে, দেখবে সেই বিরিয়ানীও এসে পড়বে। মানে তোমার মনে কিছু খেতে চাইলেও সেটা পাবে, আবার যদি কিছু আনার জন্য বলো সেটাও পাবে। দুনিয়ার মতো তোমাকে কষ্ট করে দোকান থেকে আইসক্রীম কিনে আনতে হবে না। আবার বিরিয়ানী তোমার আম্মু রান্না করবে, বসে বসে অপেক্ষা করবে, এরপর খাবে - জান্নাতে এতো কিছু করতে হবে না। সব খাবার সাথে সাথে হাজির হয়ে যাবে।

মহান আল্লাহ বলেছেন এটি তাঁর পক্ষ হতে মেহমানদারী। মেহমান মানেই আদর-যত্ন পাওয়া, কতো রকম খাবারের আয়োজন। যে যত বড় তাঁর মেহমানদারীর আয়োজন তত বড়ই হবে। দেখো, আমরা দুনিয়াতেও কিন্তু মেহমানদারী করে থাকি। সুন্দর করে মেহমানকে মেহমানদারী করার কথা প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন,

তিনি বলেছেন,

"যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে
সে যেন মেহমানকে সম্মান করে।" (২)

আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবো। আরো ঈমান রাখবো সে দিনের প্রতি যে দিন তিনি আমাদের সকল কাজের হিসাব নিবেন। সে দিনকেই আমরা বলি শেষ দিন। ঈমান কী? ঈমান বলা হয়, নিজে মনে মনে বিশ্বাস করা, মুখে তা বলে দেওয়া এবং তা কাজের মাধ্যমেও প্রমাণ করা।

বলছিলাম, যে যত বড় তাঁর মেহমানদারীর আয়োজন তত বড়ই হবে। দুনিয়ার মাঝেই দেখো, নানাবাড়ির মজাই আলাদা! তোমরা নিশ্চয়ই নানাবাড়িতে যাও। মামা, খালা, নানা ও নানী সবাই আদর করে তোমাকে। কতো কিছু খাওয়ায়, কতোভাবে তোমার সাথে মজা করে! আমিও আমার নানাবাড়িতে গেলে খুব আনন্দিত হই। একবার একটা দাওয়াতে গিয়েছিলাম। সবাই নিজের পরিচয় দিচ্ছিলো। আমি আমার জন্ম ঢাকায় বলার পর, আমার নানাবাড়ি বরিশাল বললাম। চারপাশ থেকে অনেকেই হো হো করে হেসে ফেলল। আমার নানাবাড়ি বরিশাল। সেখানে ছোটবেলা যখন যেতাম নানাবাড়ির সামনেই একটা বরইগাছ ছিলো। বরিশালের বরই পেড়ে পেড়ে খেতাম।

এখন বরইগাছ আছে কিনা জানি না। দেখো, নানাবাড়ির মজাই কতো! তাহলে ভাবতে পারো আল্লাহর মেহমানদারী কেমন মজার হবে! আল্লাহ তো সবার চেয়ে বড়। সেখানে মন যা চায় তুমি তাই পাবে, আর কী চাও!

প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেছেন,

"আমি আমার ভালো বান্দাদের জন্য এমন জিনিস বানিয়েছি, যা কোনো চোখ দেখেনি, যা কোনো কান শুনেনি এবং যা মানুষের মনে কোনো দিন ভাবনায়ও আসেনি।" [৩]

এরপর মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কুরআন থেকে) পড়েন,

"কেউ জানে না সে যে কাজকর্ম করতো তাঁর কারণে তাঁর জন্য চোখ জুড়ানো কী কী পুরস্কার লুকিয়ে রাখা হয়েছে।" [৪]

দুনিয়ায় এমন অনেক কিছু আছে যা আমাদের ভাবনায় আসে, কানেও শুনি আবার চোখেও দেখি। অনেক কিছু আছে শুধু ভাবনায় আসে, তা আমরা কানেও শুনিনি, চোখেও দেখিনি। অনেক কিছু আছে কানে শুনেছি কিন্তু কোনোদিন চোখে দেখিনি। আবার অনেক কিছু আছে চোখেও দেখেছি।

তোমরা নিশ্চয়ই দুবাইয়ের বুর্জ খলিফা দেখেছো, না দেখলেও নাম শুনেছো। এটি এখন পর্যন্ত দুনিয়ার সবচেয়ে উঁচ দালান।

কক্সবাজারের সমুদ্রপাড়ে তোমরা অনেকেই হয়তো গিয়েছো। সামনাসামনি না দেখলেও ছবিতে দেখছো। আর নাম তো নিশ্চয়ই অনেকবার শুনেছো!

সুন্দরবনটা অনেক সুন্দর, দেখেছো নিশ্চয়ই। সেখানে যদি গিয়ে থাকো তাহলে অনেক কিছুই দেখেছো, ছবিতে আর কতোটুকু দেখেছো, ছবিতে কি সব দেখা সম্ভব! নামটা নিশ্চয়ই অনেকবার শুনেছো। কবি সুন্দরবন সম্পর্কে বলেন,

"সুন্দর সুন্দরবন যে আমার মন ভরিয়ে দিলো।
অন্তর জুড়ে আল্লাহ তায়ালার নাম ছড়িয়ে দিলো।"

দুনিয়ায় যে কতো আশ্চর্য সব জিনিস আছে! সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট আমরা দেখেছি বা তার নাম শুনেছি।

জর্ডানের মৃত সাগর আমরা দেখেছি বা তার নাম শুনেছি, যে সাগরে মানুষ সব সময় ভেসে থাকে।

মিসরের পিরামিড আমরা দেখেছি বা তার নাম শুনেছি। আরো কতো রকম বাড়ি, কতো রকম গাড়ি, কতো রকম নদী, কতো রকম ঝর্ণা, কতো রকম সাগর, কতো রকম পাহাড়, কতো রকম গাছ, কতো রকম ফল, কতো রকম সবজি, কতো রকম পশু, কতো রকম পাখি, কতো রকম মাছ কতোকিছুই না আমরা দেখেছি। আজকাল আমরা ঘরে

বসেই আকাশের উপরে কী আছে আর সাগরের তলে কী আছে দেখতে পারছি। আবার অনেক কিছু আছে তুমি দেখোনি বা শুনোনি ঠিকই, কিন্তু অন্য আরেকজন মানুষ দেখেছে বা শুনেছে। এগুলোর সবকিছু থেকেই জান্নাত হবে একদম আলাদা। এতো কিছু দেখা এতো কিছু শোনা, এমনও অনেক কিছু আছে যা আমরা দেখিনি বা শুনিনি, কিন্তু মনে মনে ভেবেছি! মনে মনে ভেবেছি চাঁদের দেশটা দেখতে হয়তো এরকম। আমি একটা বাড়ি বানাবো, যেটা হবে ঐরকম। আমি একটা বাগান বানাবো যেটা ঐভাবে বানাবো। তোমার ভাবনায় যত কিছুই আসুক না কেন জান্নাতে যা থাকবে তা তোমার ভাবনায়ও আসবে না, তা তুমি কখনো দেখোনি, তা কখনো শুনোনি।

আল্লাহ বলেছেন,

"যারা তাদের রবের তাকওয়া মেনে চলেছে। তাদেরকে দলে দলে জান্নাতে নেয়া হবে। যখন তাঁরা জান্নাতের কাছে আসবে এবং তার দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে তখন তাদেরকে জান্নাতের পাহারাদাররা বলবে, তোমাদেরকে সালাম, তোমরা ভালো (লোক) ছিলে, তাই চিরকালের জন্য জান্নাতে ঢুকো।" (৫)

আগেই বলেছি আমাদের রব হলেন আল্লাহ। তাকওয়া কী? তাকওয়া হলো আল্লাহ যেসব কাজ করতে বলেছেন সেগুলো করা এবং যেগুলো করতে মানা করেছেন সেগুলো না করা। এই তাকওয়া মেনে যারা চলবে তাঁরাই দলে দলে জান্নাতে যাবে। তাদেরকে পাহারাদাররা সালাম দিবে। বড় বড় অফিস, বড় বড় বাড়িতে দেখবে গেটের সামনে পাহারাদার থাকে। পাহারাদারদের আরেক নাম দারোয়ান। এ দুনিয়ার ছোটখাটো দুই একটা বাড়ির গেটে যদি দারোয়ান সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকে। তাহলে জান্নাতে দারোয়ান না দাঁড়ালে কি সুন্দর দেখাবে! জান্নাতে যারা যাবে দারোয়ানরা তাদেরকে সালাম দিবে। তুমি কি সালাম দিতে পারো? ছোট্ট করেও যদি সালাম দিতে চাও, তাহলে বলতে হবে আস-সালামু আলাইকুম। এর মানে হলো, আপনার বা তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এটাই হলো ইসলামের নিয়ম। ইসলাম হলো আমাদের দীনের নাম। দীন কী? দীন বলা হয়, তুমি আমি সারাদিন, সারাটি জীবন যেভাবে চলি, চলবো এটার যে নিয়ম এটাকেই বলে দীন। বড় ছোট যার সাথেই দেখা হবে সালাম দিবে। আমরা আজকাল অনেকে সালাম না দিয়ে দেখা হলে অন্য কিছু বলি। সেগুলো না বলে আমরা সালাম দিবো। আমাদের ইসলামে সালামের নিয়মটি বেশ সুন্দর। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলেছেন জানো? তিনি বলেছেন,

"যাকে চিনো তাকেও সালাম দিবে,

যাকে চিনো না তাকেও সালাম দিবে।" (৬)

সালাম দিলে কী হয় জানো? ভালোবাসা বাড়ে। তোমার এমন কোনো বন্ধু আছে যে তোমাকে পছন্দ করে না? সে তোমার সাথে মন খারাপ করেছে? তোমাকে ছোট্ট একটা

বুদ্ধি শিখিয়ে দেই, তাকে গিয়ে সুন্দর করে একটা সালাম দিবে। একদিনে না হলে এভাবে দুই চারদিন দিয়ে দেখো, দেখবে তোমার প্রিয় বন্ধুর মন একটু একটু করে ভালো হয়ে যাচ্ছে! এই ভালোবাসা না থাকলে আমরা পুরো ঈমানদার হতে পারবো না, আর ঈমান না থাকলে আমরা জান্নাতে যেতে পারবো না। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব সুন্দর করে বলেছেন,

"তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে ঢুকতে পারবে না, যতক্ষণ না ঈমান আনবে। ততক্ষণ তোমরা ঈমান আনতে পারবে না, যতক্ষণ না একে অপরকে ভালোবাসবে।

আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছুর কথা বলে দিবো না, যা করলে তোমরা একে অপরকে ভালোবাসতে পারবে? তোমরা তোমাদের মাঝে সালামকে ছড়িয়ে দাও।" (৭)

পাহারাদাররা আরো কী বলবে? বলবে, "তোমরা ভালো ছিলে"। মানে তোমরা দুনিয়ায় ভালো লোক ছিলে। আগেই বলেছিলাম ভালো লোকেরাই জান্নাতে যাবে। শেষে কী বলবে? বলবে, "তাই চিরকালের জন্য জান্নাতে ঢুকো"। এই জান্নাতের কোনো শেষ নেই।

আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"যখন তোমাদের কেউ মারা যায় তখন সকাল ও সন্ধ্যায় তার শেষ ঠিকানা তার সামনে হাজির করা হয়। তাই সে যদি জান্নাতী হয় তাহলে তাকে তার জান্নাতী জায়গা দেখানো হয়। আর যদি সে জাহান্নামী হয় তাহলে তাকে জাহান্নামী জায়গা দেখানো হয়।" (৮)